দৈনিক ইত্তেফাক

DEC. 06 2001

শিক্ষক সমিতির অভিযোগ

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনলে উচ্চ শিক্ষার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গতকাল বুধবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি কর্তৃক মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলেন, আইপিজিএম আর থাকাকালে বছরে বহির্বিভাগে আগত রোগীর উপস্থিতি ও চিকিৎসা গ্রহণকারীদের যে সংখ্যা ছিল তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার পর বছরে বহির্বিভাগে আগত রোগীর সংখ্যা প্রায় ৯৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অপারেশন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৯ ভাগ। আইপিজিএমআর থাকাকালে ফ্রি চিকিৎসার নামে দরিদ্র রোগীদের সঙ্গে করা হত প্রতারণা। আইপিজিএমআর থাকাকালে মাত্র বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগে ১২টি পরীক্ষা হত এবং মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পর ৫৬টি পরীক্ষা হচ্ছে, মাইক্রোবায়োলজী বিভাগে পরীক্ষা হত ২৪টি। এখন হচ্ছে

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

৭০টি পরীক্ষা। এভাবে প্রতিটি বিভাগে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পর চিকিৎসা শিক্ষার সম্প্রসারণ করা হয়েছে। তখন রোগীরা অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা বাইরে থেকে উচ্চ মূল্য দিয়ে করতে বাধ্য হত। এখন একশত ভাগ পরীক্ষা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে থাকে এবং আধুনিক প্রযুক্তির সকল ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেন, আইপিজিএমআর থাকাকালে বছরে শুধুমাত্র ভাইরোলজী বিভাগে দরিদ্র রোগীদের জন্য ১০হাজার টাকার ফ্রি পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। বর্তমানে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ভাইরোলজী বিভাগে দরিদ্র রোগীদের বছরে ৫ লক্ষাধিক টাকার ফ্রি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। আইপিজিএমআর থাকাকালে বহির্বিভাগে শুধু মেডিক্যাল অফিসাররা বসতেন। এখন ১০ টাকার মূল্যের টিকেট দিয়ে অধ্যাপক পর্যায়ের বিশেষজ্ঞরা ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়। নেতৃবৃন্দ বলেন, উন্নতশীল দেশের চিকিৎসা শিক্ষারমান হিসেবে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সেই মুহূর্তে সরকার গত ২১ নভেম্বর পিজি হাসপাতালকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে নীতি নির্ধারক মহলের সঙ্গে সরকার কোন রকম আলাপ-আলোচনা ছাড়া এবং শুধু সরকারী কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের সঙ্গে আলাপকালে এ ধরনের ঘোষণা চিকিৎসক মহলকে হতাশ করেছে। এ ঘোষণা প্রমাণ করে সরকার মেডিক্যাল উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাকে পূর্বের অব্যবস্থার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে চায়। এর ফলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষার মেরুদন্ড ভেঙ্গে যাবে। নেতৃবৃন্দ তিন দফা দাবী মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিন দফা দাবী হচ্ছে, পিজি হাসপাতালকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার সরকারী নীতিগত সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাতিল, অধিভুক্ত বাতিলের আদেশ প্রত্যাহার ও মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সকল মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আওতাভুক্ত করতে হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন, মেডিক্যাল শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক ডাঃ কামরুল হাসান খান, সার্জারী বিভাগের ডীন অধ্যাপক সালেহউদ্দিন আহমদ, বেসিক সায়েন্সের ডীন অধ্যাপিকা এ জে ই নাহার, ভাইরোলজীর চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, দন্ত বিভাগের ডীন আনোয়ারুল আলম, মেডিক্যাল শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব ও বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইকবাল আসলাম, মাইক্রোবায়োলজীর চেয়ারম্যান অধ্যাপক রুহুল আমিন, মানসিক বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুস সোবহান ও সমিতির যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ জাহিদ হোসেন।